ভাষা আন্দোলনে নারী

নুরুজ্জামান মানিক

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তার বিখ্যাত নারী নামক কবিতায় বলেছেন যথার্থ ভাবেই : "জগতের যত বড় বড় জয় বড় বড় অভিযান / মাতা ভগ্নী ও বধুদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান। কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি তো বোন দিল সেবা, বীরের স্মৃতি স্তম্বের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা?"

এই উদ্ধৃতিটি বিশ্বের ইতিহাসেও যেমন সত্য তেমনি সত্য আমাদের দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও। আমরা ক'জন শুনেছি বা জানি *রানী লক্ষীবাই* বা *মোমতাজ মহলের* সিপাহী বিদ্রোহে ভূমিকার কথা? ৫০ এর দশকের শুরুতে পাকিস্তানী শাষক দের শ্বেতসন্ত্রাসের শিকার *ইলা মিত্রের* কথা কি আমাদের মনে আছে? ৭-১-৫০ তারিখে গ্রেফতার বরন হতে ১৬-১-৫০ তারিখ পর্যন্ত তার উপর যে নির্যাতন চালানো নয়, পৃথিবীর সব নির্যাতনের ইতিহাস ই তার কাছে ম্লান হয়ে যায়। আমরা ক'জন জানি, *২১ শে ফেব্রুয়ারী, ৫২ সালে যখন পুলিশ গ্রেফতারী এ্যাকশন শুরু করে তখন নারীরাই প্রথম মিছিল বের করেছিল?* এ নিয়ে আলোচনা লেখালেখি হয়নি বললেই চলে। আর ভূমিকা নয় আসুন ঘটনাপঞ্জির আলোকে জেনে নেই ভাষা আন্দোলনে মারীদের ভূমিকা ।

১৯৮৭ সালের ১৫ ই নভেম্বর তারিখে কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত পত্র নং ২১৪৭-ই (পি) তে দেখা যায় যে, পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য যে মোট ৩১টি বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে উর্দু, ফরাসী, জার্মান এমনকি হিন্দী স হ মোট ৯টি ভাষা। তখন পাকিস্তানের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর ভাষা বাংলাকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি । এই পটভূমিতে ১৭-১১-৪৭ তারিখে বাংলাকে পূর্ব বঙ্গের রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানিয়ে পূর্ব বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট এক স্মারক লিপি পেশ করা হয় । এত অন্যান্যদের মধ্যে *শামসুন্নাহার মাহমুদ* (শিক্ষাবিদ), *আনোয়ারা চৌধুরী* (প্রাদেষিক পরিষদ সদস্য) *লীলা রায়* প্রমুখ মহিলা নেতৃত্ব সাক্ষর করেন । ৬-১২-৪৭ তারিখে মর্নিং নিউজ এ করাচীতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলন উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার স্বর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে মর্মে সংবাদ প্রকাশিত হলে সেদিনই ঢাবি'র অধ্যাপক আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে যে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় সেখানেও অন্যান্যদের সাথে *কল্যানী দাষ* প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে ১৯৪৮ এর ১১ই মার্চ পালিত হয় প্রদেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ঢাকায় সর্বাত্বক হরতাল । বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক আমতলায় আবদুর রহমান চৌধুরীর সভাপতিত্বে যে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়, সেখানেও বিপুল সংখ্যক ছাত্রী অংশ নেয়। ২১-৩-৪৮ তারিখে রেস কোর্স ময়দানে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন : উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে, অন্যকোন ভাষা নয়। ২৪-৩-৪৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে অনুষ্ঠিত কনভোশন অনুষ্ঠানে জিন্নাহ পুনরায় ঘোষণা করেন *"There can, However be one lingual franca ,That is the language for inter Communication between the various provinces of the state and that language should be urdu and cannot be any other"*

এই মনতব্য করলে ছাত্র-ছাত্রীরা তার বক্তব্যেও মধ্যেই, প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। সেদিনই সংরাম

পরিষদেও প্রতিনিধি দল জিন্নাহর সাথে সাক্ষাত করেন যেখানে *লিলি খান* প্রমুখ ছিলেন । জিন্নাহ কঠোর ভাষায় তাদেরকে শাসিয়ে দেন; 'যে কোন অসাংবিধানিক আন্দোলন কঠোর হস্তে দাবিয়ে রাখা হবে'।

২৭-১-৫২ তারিখে পলটন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ঘো ষণা করেন 'প্রদেশের ভাষা কি হবে তা প্রদেশবাসীই স্থির করবে কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু । এই ঘোষ নার পরিপ্রেক্ষিতে ৩১-১-৫২ তারিখে পুর্বপাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মাওলানা ভাষানীর সভাপতিত্বে ঢাকা জেলা বার লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠিত সভায় ছাত্রনেতা কাজী গোলাম মাহবুবকে আহবায়ক করে 'যুব দলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ' গঠন করা হয়। ৪-২-৫২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স হ সমগ্র ঢাকা শহরেও ধর্ম ঘট পালন করা হয়। ২০-২-৫২ তারিখে ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয় এবং এক মাসের জন্য সভা শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ ঘোষ না করা হয় । এ প্রেক্ষিতে গভীর রাত পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গেও গোপন প্রস্তুতি নেয় । ২১ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ তারিখে বেলা ১১ টায় ঢাবির আমতলায় গাজীউল হকের সভাপতিত্বে ছাত্রসভা শুরু হয়। আবদুল মতিন ও গাজীউল হক ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন । ছাত্র-ছাত্রীরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গে ঝাপিয়ে পড়ে । কিন্তু ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে আসামাত্রই পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে ট্রাকে তুলে নিতে থাকে । এমতাবস্তায় ত ৎকালীন ডাকসু জিএস *শাফিয়া খাতুন (ডঃ) সুফিয়া আহমেদ (জাতীয় অধ্যাপক), শামসুন্নাহার আহসান, সারা তৈফুর, রওশন আরা বাচ্চু, হালিমা খাতুন (ডঃ) মাহফিল আরা, খোরশেদী খান* প্রমুখের নেতৃত্বে ছাত্রীরা মিছিল করে রাস্তায় বেড়িয়ে আসে। এরপর রাস্তায় নেমে আসে ছাত্র-ছাত্রীর ঢল । মিছিল ঠেকাতে পুলিশ টিয়ারগ্যাস ছোড়ে এবং লাঠিচার্জ করে । এরপর শুরু হয় প্রচন্ড গুলিবর্ষ ন। গুলিতে আবুল বরকত, সালাউদ্দিন , আবদুল জব্বার ও রফিক উদ্দিন নিহত হন এবং ১৭ ব্যক্তি আহত হন। এরপর শুরু হয় প্রচন্ড বিক্ষোভ ও হর তাল ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ নবাবপুরে আবার গুলী চলে । সালাম, শফিউর রহমান আরো কয়েকজন নিহত হন ।

এত এব, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ভাষা আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে নারীদের অবস্থান ছিল এবং গুরুত্বপুর্ণ ভাবেই । ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই সূচনা হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের । একুশ নিছক একটি দিবস নয়, এটি আমাদের অন্যতম জাতীয় চেতনা । আর এ চেতনা বিনির্মানেও যে নারীরা রেখেছে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা তা আমরা ভুলে যাব কিভাবে ?

(এই লেখাটি গতবছর দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত হয়েছিল । লিঙ্ক হলঃ http://www.prothom-alo.net/v1/newhtmlnews1/category.php?CategoryID=3&Date=2006-02-08 or http://www.prothom-alo.net/v1/2006-02-08/08cat3.html)